দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

জেএসসি'র দ্বিতীয় দিনে ৬২ হাজার অনুপস্থিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সারাদেশে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়ার দাখিল পরীক্ষার (জেডিসি) দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৬১ হাজার ৯৮৯ জন পরীক্ষার্থী। এদিন জেএসসির বাংলা দ্বিতীয়পত্র এবং জেডিসির আকাইদ ও ফিকাহ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২০ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেও প্রথম দিন কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৬০ হাজার ৮৯৩ পরীক্ষার্থী। বহিষ্কার হয়েছিল ১৫ পরীক্ষার্থী।

প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষাতেও দেশের কোথাও প্রশ্ন ফাঁসসহ বড় ধরনের কোন জটিলতার খবর পাওয়া যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড বলেছে, সারাদেশে পরীক্ষা সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মহিউদ্দিন খান বলেছেন, দেশের কোথাও প্রশ্ন ফাঁসের খবর নেই। সারাদেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কোথাও কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কিংবা প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা শেষে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত জেএসসিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং জেডিসিতে আকাইদ ও ফিকাহ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৩ লাখ ২৮ হাজার ৩৫৯ জন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদিন অনুপস্থিত ছিল ৬১ হাজার ৯৮৯ জন।

এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১৩ হাজার ৮২৫ জন, রাজশাহী বোর্ডে চার হাজার ৮০০ জন, কুমিল্লা বোর্ডে চার হাজার ৬৭০ জন, যশোরে চার হাজার ৯৫৫ জন, চট্টগ্রামে দুই হাজার ৯৩৯ জন, সিলেটে দুই হাজার ৪৩১ জন, বরিশালে তিন হাজার ৩৯৪ জন এবং দিনাজপুর বোর্ডে চার হাজার ৪৮২ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। আর জেডিসি পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ২০ হাজার ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী।

এদিকে, দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ১১ জন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে সাত জন এবং কুমিল্লা ও বরিশাল বোর্ডে একজন করে মোট ২০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশে ৩০ নম্বর ও সৃজনশীল অংশে ৭০ নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে। তবে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশে ৪০ নম্বর ও সৃজনশীল অংশে পরীক্ষা হচ্ছে ৬০ নম্বরের। এর মধ্যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া অন্য বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্নে। পরীক্ষা চলবে ১৮ নবেম্বর পর্যন্ত।

জেএসসিতে কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্রে ভুল!

জেএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম দিনের বাংলা প্রথম পত্রের একটি প্রশ্নে ভুল ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১০ নং প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়, করিম মিয়া ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাবার সময় তার স্ত্রীর গহনা প্রতিবেশী রহিম মিয়ার কাছে গচ্ছিত রেখে যান। এসে ফেরত চাইলে করিম মিয়া গহনার কথা অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে (গ) প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়- উদ্দীপকের করিম মিয়া 'কিশোর কাজি' গল্পে কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন, ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্নটি নিয়ে তাৎক্ষণিক ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেক শিক্ষার্থীকে উত্তর নিয়ে পড়তে হয় দ্বিধায়। পরীক্ষা চলাকালীন নাঙ্গলকোটের ধাতীশ্বর আহম্মেদ দেলোয়ারা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক হাসিনা খানম উপজেলার ঢালুয়া কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের সময় প্রশ্নপত্রের ভুলটি নজরে আনেন।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে কোন সমাধান না পেয়ে কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোন সদুত্তর না দিয়ে লিখিত অভিযোগ করার পরামর্শ দেন। পরে বোর্ড চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক বিষয়টি আমলে নিয়ে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের কথা জানান। ১০ নং প্রশ্নের নম্বর ছিল ১০। বিন্যাসকৃত মানে (গ) প্রশ্নের নম্বর ৩।

এ বিষয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক বলেন, ভুলের বিষয়ে একজন আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল।

সবগুলো পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ড চেয়ারম্যানদের মিটিংয়ে ভুলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। যেহেতু পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন শিক্ষকরা, সেহেতু এ প্রশ্নের মূল্যায়ন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।